PRINT

সমকাল

জবিতে অস্ত্রের মহড়া, সংঘর্ষে আহত ৪০

১০ ঘণ্টা আগে

সমকাল প্রতিবেদক

পুরান ঢাকায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে আবারও সংঘর্ষ হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত দফায় দফায় সংঘর্ষকালে ধারালো অস্ত্র নিয়ে উভয় গ্রুপের নেতাকর্মীদের ক্যাম্পাসে ছোটাছুটি করতে দেখা গেছে। এ সময় ক্যাম্পাসে অন্তত সাতটি হাতবোমা বিস্ফোরিত হয়। খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে সমকালের প্রতিনিধিসহ অন্তত চার সাংবাদিক হামলার শিকার হয়েছেন। সংঘর্ষে দুই গ্রুপের প্রায় ৪০ জন আহত হয়েছেন। তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা কেন্দ্রসহ আশপাশের হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

ছাত্রলীগের সংঘর্ষে ক্যাম্পাসের সাধারণ শিক্ষার্থী এবং আশপাশের এলাকার ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় ক্যাম্পাস সংলগ্ন সড়কে যান চলাচলও বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার পর ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

৩ ফেব্রুয়ারি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি তরিকুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক শেখ জয়নুল আবেদিন রাসেলের অনুসারীদের মধ্যে সংঘর্ষে ১৫ জন আহত হন। ওইদিন সন্ধ্যায় জবি ছাত্রলীগের কমিটি ও কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। এই সুযোগে জবি ছাত্রলীগের সর্বশেষ কমিটিতে পদবঞ্চিত নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাসে সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা শুরু করেছে। তারা নিজেদের ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের অনুসারী হিসেবে প্রচার চালাচ্ছে। এই পক্ষটিকে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ করতে গিয়ে তাদের সঙ্গে স্থগিত কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের অনুসারীদের সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল সকাল থেকেই তরিকুল ও রাসেলের অনুসারীরা ক্যাম্পাসে অবস্থান নেয়। সকাল ১১টার দিকে পদবঞ্চিতরা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে চাইলে তাদের ধাওয়া দিয়ে বের করে দেওয়া হয়। এভাবেই দিনভর ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও দফায় দফায় সংঘর্ষ চলে। বিকেলে মূল ফটকের পাশে কয়েকটি হাতবোমা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। এ সময় তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে সমকালের জবি প্রতিবেদক লতিফুল ইসলাম, সংবাদের রাকিবুল, খবরপত্রের সোহাগ রাসিফ ও একটি অনলাইন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি সানাউল্লাহ ফাহাদকে তরিকুল-রাসেলের সমর্থকরা এলোপাতাড়ি মারধর করে এবং তাদের মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চালায়। অন্য সহকর্মীরা গিয়ে তাদের উদ্ধার করে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও সুমনা ক্লিনিকে ভর্তি করে।

জবিতে কর্মরত সংবাদকর্মীরা জানান, সাংবাদিকদের ওপর হামলায় সিএসই বিভাগের ১৩তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ফাহিম, মনোবিজ্ঞান বিভাগের ১২তম ব্যাচের আবিদ আল হাসান, সমাজকর্ম বিভাগের ১২তম ব্যাচের কিবরিয়া এবং ইতিহাস বিভাগের ৮ম ব্যাচের আলী হাসানসহ ৮ থেকে ১০ জন অংশ নেয়। তারা সবাই স্থগিত কমিটির সভাপতি-সাধারণ সম্পাদের অনুসারী।

এ ব্যাপারে মন্তব্য জানতে তরিকুল ইসলামকে বারবার ফোন দেওয়া হলেও তিনি রিসিভ করেননি। জয়নুল আবেদিন রাসেলের কাছে জানতে চাইলে তিনি দাবি করেন, ক্যাম্পাসে কী হচ্ছে সে বিষয়ে তারা কিছু জানেন না। এসব ঘটনার দায় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের ওপর চাপান তিনি।

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি রেজোয়ানুল হক চৌধুরী শোভন বলেন, এর আগে কমিটি স্থগিত করে জবি ছাত্রলীগকে সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিকদের ওপর হামলা অত্যন্ত দুঃখজনক। এ ব্যাপারে তদন্ত করে কঠিন থেকে কঠিনতর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে জবির সহকারী প্রক্টর মোস্তফা কামাল ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, ক্যাম্পাসের বাইরে শিক্ষার্থীদের দুই গ্রুপের মধ্যে ইটপাটকেল ছোড়াছুড়ির ঘটনা ঘটেছে। ক্যাম্পাসে কিছু ঘটেনি। পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা হয়েছে। ভিডিও ফুটেজ দেখে জড়িতদের বিরুদ্ধে

ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

পুলিশের কোতোয়ালি জোনের সিনিয়র সহকারী কমিশনার বদরুল রিয়াদ জানান, ছাত্রলীগের দু'গ্রুপ মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়াতে চাইলে পুলিশ মাঝখানে অবস্থান নিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। তিন প্লাটুন অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন ও চার রাউন্ড টিয়ার গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হয়।

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com